# ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ

নাম = দিশানী সিংহ

ক্রমিক সংখ্যা = PG/VUJGG21/BNG-IIS - 007

রেজি. নং = 1500115 বর্ষ - ২০১৭-২০১৮

পত্র নং = ২০৩

তত্ত্বাবধায়ক = ড. দীপঙ্কর মন্ডল

বিষয় = নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটগল্পের অন্ত্যজ মানুষ।

ড: দীপঙ্কর মন্ডল

তত্ত্বাবধায়কের নাম

# ভূমিকা

সময়ের স্রোত আপন ছন্দে বয়ে চলে। তার এই প্রবাহমানতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থাও পরিবর্তন হতে থাকে। তবে সেই পরিবর্তনের স্মৃতিচিহ্ন তৎকালীন সময়ে রচিত সাহিত্য সম্ভার যুগ-যুগ ধরে বহন করে চলে। কাল স্রোতের সুর পরিবর্তনের ক্রিয়া সামাজিক পরিস্থিতিকে প্রবাহিত করে। ফলস্বরূপ একটি নতুন দিকে শুভ সূচনা হয়। সেই বিষয়বস্তু তথা অভিজ্ঞতাকে সমকালীন স্রষ্টাগণ নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গির নির্যাসে আবৃত করে তার সৃষ্টিতে প্রতিফলিত করেন। কাজেই এখান থেকে সাহিত্যিকের অগোচরে একটি নতুন ভাববস্তু বিষয়ের শুভ উদ্বোধন হয়। ঠিক এইরকমই ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের রেনেসাঁসের সূত্র ধরে বাংলা সাহিত্যের গতানুগতিক ধারায় আসে নবজোয়ার। ছোটগল্প বাংলা তথা বিশ্ব সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ধারণ করে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ঔপনিবেশিক শিল্পীসত্ত্বা ও নৈতিকতাবোধের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে উপন্যাসে যে ধারা পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল তার পরবর্তী সময়ে ভিন্ন মাত্রা লাভ করে। বিংশ শতকের কাল স্রোত এক কঠিন সুরে পরিণত হয়। এই শতকে দুটি প্রধান

ঘটনা ছিল প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে প্রত্যক্ষ প্রভাব না পড়লেও পরোক্ষভাবে এই যুদ্ধের অভিশাপ রূপে দেখা যায় তীব্র আর্থিক সংকট, বেকারত্ব ও মূল্যবোধের ভাঙন। এর সাথে সাথে সমাজে জাতিভেদ প্রথার করুণ চিত্রটি ফুটে ওঠে।

এরপর সময় যত গড়িয়েছে জীবনের জটিলতা তত বৃদ্ধি পেয়েছে কারণ এই শতকের চল্লিশের দশকে সম্মিলিত হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, মন্বন্তর, জাতি দাঙ্গা, ফলস্বরূপ ছিন্নমূল মানুষের অস্তিত্বের লড়াই, মানবিকতার অবনমন তথা মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়ের পাশাপাশি সমাজে নিম্নশ্রেণি অন্ত্যজ মানুষের জীবন জীবিকাকে দুর্বিষহ করে তুলে। তারই বাস্তবরূপ প্রতিফলিত হয়েছে সমকালীন বিভিন্ন লেখকের গল্প ও উপন্যাসে।

জীবনের এই জটিল প্রেক্ষাপটে আবির্ভূত হন কথাসাহিত্যিক, গল্পকার নরেন্দ্রনাথ মিত্র (১৯১৬-১৯৭৫), চল্লিশের দশকের কাছাকাছি সময় থেকে লেখা শুরু করে ১৯৭৫-এ চিরবিদায়ের পূর্ব পর্যন্ত প্রায় চার দশক ধরে তিনি ষাট-এর কাছাকাছি উপন্যাস ও প্রায় চারশো-এর কাছাকাছি গল্প লিখেছেন। ফলে তাঁর গল্পে যুদ্ধ মন্বন্তর কালোবাজারী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশবিভাগ স্বাধীনতা উদ্বাস্তু সমস্যা-এসব সমস্যা কেমন করে জীবনকে ভেঙে দিয়েছে তাঁর ছবি, ওরজানি, মূলত মধ্যবিত্ত বাঙালী জীবন নিয়ে গল্প লিখলেও কিছু কিছু

গল্পে নিম্নশ্রেণী অর্থাৎ অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের জীবনকাহিনী তুলে ধরেন। কিন্তু সব ধরনের গল্পেরই তাঁর মূল অবলম্বন মনস্তত্ত্ব। মানুষের মনের জটিলতাকে তিনি স্বর্ণবিদের মতো বিশ্লেষণ করেননি। বরং অসীম সহানুভূতি দিয়ে তিনি মানব মনের ভাঙাচোরা সুর উন্মোচিত করেছেন। তাঁর গল্প ঘটনা প্রধান নয়, চরিত্র প্রধান। কবি মনের অধিকারী হলেও তাঁর কোন গল্পেই ভাব প্রধান ছিল না। বিচিত্র জীবিকা, অসংখ্য মনের সফল অসফল নরনারী নিয়ে গড়ে উঠেছে গল্প, আর এই মানুষগুলি আমাদের চেনা জগতের সাধারণ মানুষ। তাদের আশা, হতাশা, স্বার্থ ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব বাস্তব হয়েছে তার গল্পগুলিতে ব্যক্তি জীবন ও পারিবারিক জীবন, আর্থ সমাজ জীবন ও সমাজ বৈষম্য মূলক জীবন আমাদের সামনে তুলে ধরেন।

অত্যন্ত সহজ ভাষায় ও সাধারণ প্রেক্ষাপটে লেখক নিপুণ শিল্প দক্ষতায় তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্পে তৎকালীন সমাজে অন্ত্যজ জীবনের অত্যন্ত নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন। "নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটগল্পে অন্ত্যজ মানুষ" এই শিরোনামে এই গবেষণা প্রকল্পটি বাস্তবায়িত করতে যেভাবে অধ্যায় বিভাজন করেছি তা হল এইরূপ -

প্রথম অধ্যায় - "অন্ত্যজ জীবনের স্বরূপ"

দ্বিতীয় অধ্যায় - "অন্ত্যজ জীবন এবং নরেন্দ্রনাথ পূর্ববর্তী বাংলা ছোটগল্প"

তৃতীয় অধ্যায় - "সমাজ জীবন এবং নরেন্দ্রনাথ মিত্রের মানুষেরা"

চতুর্থ অধ্যায় - "নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পে অন্ত্যজ জীবন"

পঞ্চম অধ্যায় - "নরেন্দ্রনাথ মিত্র পরবর্তী বাংলা ছোটগল্পে অন্ত্যজ মানুষের একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা".

এইভাবে বিভিন্ন অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে সামগ্রিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমার আলোচ্য গবেষনার বিষয়টিকে সার্থক করে তুলে ধরার চেষ্টা করব।

# ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত

প্রকল্পের শিরোনাম :- 'পরশুরামের নির্বাচিত ছোটোগল্পে হাস্যরস'

পথপ্রদর্শক :- ড. সোমা রায়

নাম :- টুলু ঘোষ

শ্রেণি :- স্নাতকোত্তর ২য় ষন্মাস    বছর :- ২০২১

রেজিস্ট্রেশন নম্বর :- ১৫০০৬০৪    বছর :- ২০১৭-২০১৮

ক্রমিক নং :- PG/VUJGG21/BNG-IIS-032

পত্র- ২০৫

# ভূমিকা

সমকালে বুদ্ধিজীবীদের অগ্রগণ্য রূপে পরিচিত রাজশেখর বসু (১৮৮০-১৯৬০) পরশুরাম ছদ্মনামে বাংলা ভাষায় কতকগুলি উৎকৃষ্ট হাস্যরসাশ্রিত ছোটোগল্প রচনা করেন। কর্মজীবনে তিনি একটি রাসায়নিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন; বিদ্যাবত্তার জন্য তিনি বহু সম্মানসূচক পুরস্কার লাভ করেছেন; রামায়ন- মহাভারতের সারাংশ অনুবাদ ও অনেক গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ রচনা করেছেন স্বনামে। তাঁর এই জীবনের সঙ্গে ছোটোগল্পকার পরশুরামের কোনো সঙ্গতি নেই। বুদ্ধির দীপ্তি ও কৌতুকরসে মন্ডিত পরশুরামের ছোটোগল্প রবীন্দ্রনাথকেও চমকিত করেছিল।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কজ্জলিকা' পাঠান্তে মন্তব্য করেছিলেন,

"সহসা ইহার অসামান্যতা দেখিয়া চমক লাগিল।... বইখানি চরিত্র চিত্রশালা।... তিনি মূর্তির পর মূর্তি গড়িয়া তুলিয়াছেন। এমন করিয়া গড়িয়াছে যে মনে হইল ইহাদিগকে চিরকাল জানি।"[১]

১৯২২ খ্রিস্টাব্দে 'পরশুরাম' ছদ্মনামে রাজশেখর তার প্রথম ছোটোগল্প 'শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' রচনা করেন। লক্ষ্যনীয়, এই যুগের লেখকদের মধ্যে অনেকের লেখাই যথাসম্ভব যুগের দাবি মিটিয়েই বিস্মৃতির অতলে নিমজ্জিত। কিন্তু পরশুরাম-রচিত বিশুদ্ধ হাস্যরসাত্মক অথচ বুদ্ধিদীপ্ত ছোটোগল্পগুলির আয়ুষ্কাল যুগসীমায় বদ্ধ নয়, তাদের মূল্য একালেও সমভাবেই বর্তমান।

অবশ্য বলা বাহুল্য, তাঁর অনেক গল্পের উপাদানই সমকালের সমাজজীবন থেকে গৃহীত; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তৎকালীন সমাজজীবনে বহু পরিবর্তন সাধিত হলেও গল্পগুলির মূল্যবোধ কিন্তু একটুও কমেনি। তার কারনস্বরূপ বলা যেতে

পারে যে, সমাজের বহিরঙ্গ যে অনুপাতে পরিবর্তিত হয়েছে, সমাজে মানুষের অন্তরঙ্গ জীবনে তদানুরূপ বিবর্তন দেখা যায়নি। অপর গল্পকারদের দৃষ্টি যেখানে সমাজের বহিরঙ্গকেই উদ্ভাসিত করেছিল, অত্যন্ত চিন্তাশীল বিজ্ঞানধর্মী বুদ্ধিজীবী গল্পকার পরশুরামের গভীর, অন্তর্ভেদী সুক্ষ্ম দৃষ্টি যেখানে সমাজে মানুষের মনের গহনে ডুব দিতে সক্ষম ছিল। এই কারনেই গল্পকার পরশুরামের ছোটগল্পে সমাজ-সমস্যা নয়, মানুষের মনস্তত্ত্বের মূলে পৌঁছে তার অসঙ্গতি গুলিকে উপনীত করে যেসমস্ত গল্প রচনা করেছেন তাদের কোনো সম-সাময়িকতা নেই, আছে চিরন্তনতা। তাই সমাজ-বিবর্তনে এদের রসাস্বাদে কোনো বিঘ্ন ঘটে না, সর্বযুগে, সর্বত্রই এদের অস্বাদ্যমানতা বজায় থাকে। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে গল্প গুলির উপযোগিতার আরও একটি বিশেষ কারন— এই গল্পগুলির কোনো অনুসৃতি এ কালেও দুর্লভ বলেই এ জাতীয় বুদ্ধি ও কৌতুকোদ্দীপ্ত হাস্যরসাত্মক কাহিনির দাবি সমভাবেই বর্তমান।

বাংলা ভাষায় রাজশেখরের পূর্বে এবং সমকালেও কেউ কেউ হাস্যরসাত্মক ছোটগল্প রচনা করলেও পরশুরাম রচিত গল্পগুলি ছিল স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত। তাঁর এই বিশিষ্টতা-বিষয়ে ড. শ্রী কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন,

> " তবে রাজশেখর বসুর পরিমিতিবোধ আরও সূক্ষ্ম ও তাহার অলৌকিক জগতে পদক্ষেপ যদৃচ্ছ নহে, বিশেষ উদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রিত।... তাহার রসিকতার প্রবাহ বুদ্ধির বিস্ক্রীড়ায় ঘোলাটে হইয়া যায় নাই, সূর্যকরোজ্জ্বল নির্ঝরের ন্যায় সহজ সাবলীল নৃত্যভঙ্গে হাসির ঝিকিমিকি ছড়াইতে ছড়াইতে বাহিয়া চলিয়াছে।"[২]

আমার গবেষনা কর্মে আলোচিত 'পরশুরামের নির্বাচিত গল্পে হাস্যরস' এই শিরোনামাঙ্কিত গবেষণায় পরশুরামের যে কয়েকটি গল্প নির্বাচন করেছি সেগুলি হল—

১. 'হনুমানের স্বপ্ন' (১৩৩০) — 'হনুমানের স্বপ্ন ইত্যাদি গল্প' (১৩৩৭) প্রকাশকাল ১৩৩৭ সাল (যতীন্দ্র কুমার সেন বিচিত্রিত ১৩৪৪) প্রকাশিত হয়।

২. 'শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' (১৩২২) — 'গড্ডলিকা' প্রকাশকাল ১৩২৪ (১৩৩১) (শ্রী যতীন্দ্র কুমার সেন বিচিত্রিত)।

৩. 'রামধনের বৈরাগ্য' (১৩৩৮) — 'ধুস্তুরীমায়া' ইত্যাদি গল্প। এর প্রকাশক ছিলেন এম. সি. সরকার এন্ড সনস্ লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। ১৩৫২

৪. 'ভূশণ্ডীর মাঠে' (১৩২৩) — 'গড্ডলিকা' প্রকাশকাল ১৩২৪ (শ্রী যতীন্দ্র কুমার সেন বিচিত্রিত)।

৫. 'প্রেম চক্র' (১৩৩৫) — 'গল্পকল্প' প্রকাশকাল ১৩৫০। এর প্রকাশক এম. সি. সরকার অ্যান্ড সনস্ লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট কলকাতা।

৬. 'কৃষ্ণকলি' (১৩৫২) — 'কৃষ্ণকলি ইত্যাদি গল্প' প্রকাশকাল ১৩৫৩ এই গ্রন্থের প্রকাশক এম. সি. সরকার অ্যান্ড সনস্ লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। চৈত্র, ১৩৬০।

৭. 'দক্ষিণরায়' (১৩২৮) — 'কজ্জলী' গল্পগ্রন্থে সংকলিত। প্রথম প্রকাশ — ১৩৩৫।

৮. 'একগুয়ে বার্থা' (১৩৬০) — 'কৃষ্ণকলি ইত্যাদি গল্প' এই গ্রন্থের প্রকাশক এম. সি. অ্যান্ড সনস্ লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। চৈত্র, ১৩৬০।

৯. 'কচি সংসদ' (১৩২৮) — 'কজ্জলী' গল্পগ্রন্থে সংকলিত। প্রথম প্রকাশ — ১৩৩৫।

১০. 'গামানুষ জাতির কথা' (১৩৪৫) — 'গল্পকল্প' গল্পগ্রন্থে সংকলিত এর প্রকাশক এম. সি. সরকার অ্যান্ড সনস্ লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট কলকাতা। ১৩৫৭।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছোটোগল্পে মধ্যবিত্তের জীবন বাস্তবতা

# সূচিপত্র


১. ভূমিকা

২. প্রথম অধ্যায়:- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্ববর্তী বাংলা কথা সাহিত্যে মধ্যবিত্ত শ্রেনি।

৩. দ্বিতীয় অধ্যায়:- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পে মধ্যবিত্ত জীবনের আর্থিক সঙ্কট।

৪. তৃতীয় অধ্যায়:- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পে জটিলতা।

৫. চতুর্থ অধ্যায়:- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পে পারিবারিক ও দাম্পত্য সমস্যা

৬. পঞ্চম অধ্যায়:- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমকালীন ও কল্লোল যুগের কথা সাহিত্যিকদের হাতে মধ্যবিত্ত জীবন।

৭. উপসংহার

৮. গ্রন্থপঞ্জী

# ভূমিকা

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন একজন বাঙালী কথাসাহিত্যিক। তাঁর ১৯০৮ -- ১৯ মে ১৩১৫ বঙ্গাব্দের ৬ জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার বিহারের সাঁওতাল পরগনার অন্তর্গত দুমকা শহরে জন্ম। পৈতৃক নিবাস ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের মালপদিয়া গ্রামে। পিতা- হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়; মাতা- নীরদাসুন্দর দেবী। মানিক ছিলেন পিতামাতার চৌদ্দ সন্তানের (আট ছেলে ছয় মেয়ে) মধ্যে পঞ্চম। পিতা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের স্নাতক। সেটেলমেন্ট বিভাগের কানুনগো এবং পর্যন্ত সাবডেপুটি কালেক্টর পদে উন্নীত।

১৯০৮-২২ পিতার বদলিপ্রবণ চাকরিসূত্রে মানিকের বাল্য-কৈশোর ও স্কুল জীবন অতিবাহিত হয় অখণ্ড বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার বিভিন্ন অঞ্চল - প্রধানত দুমকা, আরা, সাসারাম, কলকাতা, টাঙ্গাইল প্রভৃতি স্থানে। বাল্যজীবনের একাধিক ঘটনায় মানিকের চঞ্চলমতিত্ব, কৌতূহল প্রবণতাও বিবেচনাবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। এ সময়ের মধ্যে রয়েছে; লাল কাঁকড়া ধরতে গিয়ে কাদায় আটকে পড়া, গরম কড়াই থেকে রসগোল্লা মুখে পুরে প্রচন্ড কষ্ট হলেও গিলে ফেলা, ইঁদুরের বাচ্চা ধরতে গিয়ে আলমারি চাপা পড়া প্রভৃতি। জ্যেষ্ঠভ্রাতা সুধাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তত্ত্বাবধানে তাঁর স্কুল শিক্ষা শুরু হয় কলকাতার মিত্র ইনস্টিটিউশনে

সুধাংশুকুমারের চাকরির ক্ষেত্র বদলি হওয়ার জন্য ১৯২২ সালে মানিককে চলে আসতে পিতার কর্মস্থলে কোটবেলায় মানিকের যে চরিত্র স্খলি হয়ে উঠে ছিল সেই স্খলা টাঙ্গাইলের জীবনে বিপুলভাবে প্রকাশিত হয়। ১৯২৪ সালের ২৮ মে তারিখে

মা নীরদা দেবীর মৃত্যু ঘটলে মানিক হয়ে পড়েন কেন্দ্রচ্যুত মাতা মৃত্যুর পরে সবাই টাঙ্গাইল ছেড়ে চলে যায়। মানিকের মধ্যম ভ্রাতা সন্তোষকুমার পাধ্যায়ের কর্মস্থল কাঁথিতে। সদ্য ডাক্তারি পাস করে প্র্যাকটিস করেছেন। মানিক কাঁথি মডেল স্কুলে ভর্তি হলেন কিন্তু কিছুদিনের পরে তাঁর পালাজ্বর হয় তখন তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় মেদিনীপুরে বড়ো বোনের কাছে। ভালো হবার পর মানিক মেদিনীপুর জেলা স্কুলে ভর্তি হন। ওই স্কুল থেকেই ১৯২৬ সালে মানিক প্রবেশিকা পরীক্ষায় গণিতে বিশেষ কৃতিত্বসহ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। তার পর তিনি বাঁকুড়ার ওয়েসলিয়ান মিশন কলেজে ভর্তি হন।

প্রথম বিভাগে আই এসসি পরীক্ষা পাসের পর মানিক কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে অঙ্কে অনার্স নিয়ে বিএসসি ক্লাসে ভর্তি হন। কলেজের বন্ধুদের সাথে বাজি ধরে প্রথম গল্প 'অতসীমামী' রচনা এবং ১৩৩৫ এর পৌষ সংখ্যা 'বিচিত্রা' পত্রিকায়। প্রথম গল্পে লেখকের ডাকনাম মানিক ব্যবহার করলে পরবর্তীকালে লেখক নামরূপে এটাই প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রথম গল্প লিখে সম্পাদকদের তাগিদে কথাসাহিত্যিক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠলে তাঁর লেখক জীবন যে শুরু হয় কবিতা চর্চার মাধ্যমে তার প্রমাণ মিলেছে পরে। এরপর কিছুদিন নবারুণ পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে এবং পরবর্তী কালে বঙ্গশ্রী পত্রিকায় সহসম্পাদক হিসেবে কাজ করেন। ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি একটি প্রেস ও প্রকাশনা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন যা কিছুদিনের মধ্যেই বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দে কয়েকমাস মানিক একটি সরকারি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৪৬ সালে কলকাতায় হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার সময় দাঙ্গাবিরোধী ভূমিকা ছিলেন। ১৯৪৭ সালে সংঘের চতুর্থ বার্ষিক সম্মিলনীতে সভাপতিত্ব করেন।

১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের তৃতীয়া কন্যা কমলা দেবীর সঙ্গে মানিকের বিবাহ হন। মানিকের চোদ্দ ভাই বোনের মধ্যে সংসারে পরিণত বয়সের জীবিত ছিলেন দশ - ভাই বোন। মানিক অন্য সকল ভাইদের আর্থিক বিবেচনায় ছিলেন সুপ্রতিষ্ঠিত। চিকিৎসকের পেশাসূত্রে রাঁচিতে স্থায়ী মধ্যভ্রাতা বাকি ভ্রাতারা কলকাতার নিজ নিজ বাড়িতে বসবাস করতেন। মানিক ছিলেন দারিদ্র লাঞ্ছিত জীবনের দায়িত্ব ভারে ক্লান্ত।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবী জুড়ে মানবিক মূল্যবোধের চরম সংকটময় মুহূর্তে বাংলা কথাসাহিত্যে যে কয়েকজন লেখকের হাতে সাহিত্যজগতে নতুন এক বৈপ্লবিক ধারা সূচিত হয় মানিক ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম। তার রচনার মূল বিষয়বস্তু ছিল মধ্যবিত্ত সমাজের কৃত্রিমতা, শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রাম, নিয়তিবাদ ইত্যাদি। ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণ ও মার্কসীয় শ্রেণীসংগ্রাম তত্ত্ব দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন যা তার রচনায় ফুটে উঠেছে। জীবনের অতিক্ষুদ্র পরিসরে তিনি রচনা করেন চল্লিশটি উপন্যাস ও তিনশোটি ছোটগল্প। তার রচিত 'পুতুলনাচের ইতিকথা' 'দিবারাত্রির কাব্য' 'পদ্মা নদীর মাঝি' ইত্যাদি উপন্যাস ও 'অতসীমামী' 'প্রাগৈতিহাসিক' 'ছোটবকুলপুরের যাত্রী' প্রভৃতি গল্পসংকলন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে বিবেচিত হয়। ইংরেজি ছাড়াও তার রচনাসমূহ বহু বিদেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

১৯৫৬ জানুয়ারি - ফেব্রুয়ারি মাসে নিউ-এজ পাবলিশার্স - লিমিটেড থেকে বের হয় হলুদ নদী সবুজ বন। জুন মাসে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েট পাবলিশিং কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড থেকে বের হয় [illegible]

শেষ গল্পসংকলন স্বনির্বাচিত গল্প। অক্টোবর মাসে সাহিত্য জগৎ থেকে ছাপা হয় জীবদ্দশায় শেষ উপন্যাস ও অন্য মাস্তুল। বছরের শুরু থেকেই ক্যাসিলারি থ্রিমোসিস-তে আক্রান্ত হন একাধিকবার। এবং ২৫ জুন তারিখে একবার মরণাপন্ন হয়ে পড়েন। ৩০ নভেম্বর তারিখে হঠাৎ মৃগীরোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। ২ ডিসেম্বর রাত দশটায় সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তাঁকে নীলরতন সরকার হাসপাতালে নেওয়া এবং ৩ ডিসেম্বর (১৭ অগ্রহায়ণ ১৩৬৩) সোমবার ভোর ৪টায় সেখানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন.

## গ্রন্থতালিকাঃ-

### উপন্যাসঃ-

জননী (১৯৩৫), দিবারাত্রির কাব্য (১৯৩৫), পদ্মা-নদী-র মাঝি (১৯৩৬), পুতুলনাচের ইতিকথা (১৯৩৬), জীবনের জটিলতা (১৯৩৬), অমৃতস্য পুত্রা (১৯৩৮), সহরতলী (১ম খণ্ড - ১৯৪০) সহরতলী (২য় খণ্ড ১৯৪১), অহিংসা (১৯৪৩), দর্পণ (১৯৪৫), চিন্তামণি (১৯৪৬) সহরবাসের ইতিকথা (১৯৪৬), চিহ্ন (১৯৪৭), জীয়ন্ত (১৯৫০), পেশা (১৯৫১), সোনার চেয়ে দামী (১ম খণ্ড ১৯৫১), সোনার চেয়ে দামী (২য় খণ্ড ১৯৫২), ইতিকথার পরের কথা (১৯৫২), পাশাপাশি (১৯৫২), সার্বজনীন (১৯৫২), নাগপাশ (১৯৫৩), ফেরিওয়ালা (১৯৫৩), হরফ (১৯৫৪) শুভাশুভ (১৯৫৪), পরাধীন প্রেম (১৯৫৫), হলুদ নদী সবুজ বন (১৯৫৬) ইত্যাদি।

### গল্পসমগ্রঃ-

অতসীমামী ও অন্যান্য গল্প (১৯৩৫), প্রাগৈতিহাসিক

# ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ

- নাম- চন্দনা মাহাত
- রোল নং:- PG/VUJGG21/BNG-115-009
- রেজি. নং:-1230035(2017-2018)
- বিষয়-'প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্পে মধ্যবিত্ত জীবন'
- তত্ত্বাবধায়ক – ড: দীপঙ্কর মণ্ডল
- পত্র নং:- 205

# ভূমিকা

ছোটগল্প আধুনিক কালের সৃষ্টি। বাংলা ছোটগল্পের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে মধ্যবিত্ত শ্রেণীরও আবির্ভাব ঘটে। জনসংখ্যার বিচারে বাংলায় কৃষক সমাজের পরই দ্বিতীয় বৃহত্তম সামাজিক অংশ হল মধ্যবিত্ত শ্রেণী। মোগল যুগের সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে কৃষি, বানিজ্য কিংবা পেশা নির্ভর মধ্যবিত্তের অস্তিত্বের প্রমান পাওয়া গেলেও সামাজিক শ্রেণী হিসেবে তাদের স্বীকৃতি ছিল না। পলাশির যুদ্ধের ও নবাবী আমলের অবসান, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন, নগর কলকাতার শ্রীবৃদ্ধি, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বাঙালী সমাজের গতি বদলাতে থাকে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, হিন্দু কলেজ স্থাপনের মধ্য দিয়ে শিক্ষিত বুদ্ধিজীবি বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেনীর উদ্ভব ঘটে। সমসাময়িক পত্রপত্রিকার সাক্ষ্য অনুযায়ী উনিশ শতকের প্রথমার্দ্ধেই সুসংবদ্ধ সামাজিক শ্রেনী হিসেবে বাঙালী মধ্যবিত্তের উদ্ভব ঘটে। সমাজ সংস্কার, ধর্মসংস্কার, শিক্ষা সংস্কার, জাতীয়তাবোধের উন্মেষ, রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ, স্বাধীনতা সংগ্রাম, সাম্প্রদায়িকতা মুক্তির আগ্রহ, ব্যক্তি-স্বাধীনতার আন্দোলন প্রভৃতি কর্মকলাপের মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্ত সমগ্র ভারতে শীর্ষ স্থান লাভ করে। কিন্তু কালের নিয়মে মধ্যবিত্তের মানসলোকেও নানা পরিবর্তন, ভাঙা-গড়া চলতে থাকে। আধুনিক বাংলা গল্প সাহিত্যে

বাঙালী মধ্যবিত্তের বিচিত্র জীবনচর্চা, মানসলোককেই অবলম্বন করেছে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র আধুনিক কালের একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক। বাংলা ছোটগল্পে মধ্যবিত্ত জীবনের এক অন্যতম রূপকার হলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। তিনি প্রথম মধ্যবিত্ত জীবনকে এক অন্য আলোকে দেখতে শুরু করেন। তাঁর পূর্ববর্তী লেখায় মধ্যবিত্ত জীবনের ব্যাখ্যা ততো প্রত্যক্ষভাবে ছিল না, ছোটগল্প রচনার মধ্য দিয়েই তাঁর সাহিত্যজগতে প্রথম পদার্পণ, তাঁর প্রথম গল্প ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত 'শুধু কেরানী' ও গোপন চারিণী। সেগুলি মধ্যবিত্ত জীবনকে নিয়েই লেখা, সাহিত্যপথে যাত্রাকালে সুদীর্ঘ সময়ের প্রেক্ষাপটে তিনি লক্ষ্য করেছেন — কালের অভিঘাতে মধ্যবিত্ত জীবনের নষ্টাপত্তা, তার গল্পে লক্ষ্য করা যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সময়ের মধ্যবিত্তের চলমান জীবনের পরিবর্তন, উত্থান-পতন, গতিশীলতা ইত্যাদি। তাঁর সুদীর্ঘ যাত্রাকালে বাঙালী মধ্যবিত্তের চলমান জৈবিক কালের পরিবর্তন অনুসারে যে নিবিষ্টভাবে অনুসরণ ও রূপায়িত করেছেন — সেখানে কয়েকটি গল্পের আলোচনার মাধ্যমে তুলে ধরা সম্ভব নয়। তবু তার চেষ্টা মাত্র করেছি যতটা সম্ভব।

'প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্পে মধ্যবিত্ত জীবন' এই গবেষণা পত্রটিকে আলোচনা করার সময় আমরা কয়েকটি অধ্যায়ে ভাগ করে আলোচনা করেছি।

১ম অধ্যায়ে আলোচনা করেছি — মধ্যবিত্ত কী, মধ্যবিত্তের অর্থ, উদ্ভব ও বিকাশ ইত্যাদি।

২য় অধ্যায়ে আলোচনা করেছি বাংলা ছোটগল্পে প্রেমেন্দ্র-পূর্ববর্তী গল্পকারদের মধ্যে মধ্যবিত্ত জীবন কীভাবে ফুটে উঠেছে।

৩য় অধ্যায়ে আলোচনা করেছি প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পে মধ্যবিত্ত জীবনের স্বরূপ অর্থাৎ প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পে মধ্যবিত্ত জীবন কীভাবে ফুটে উঠেছে।

৪র্থ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে সমসাময়িক গল্পকার ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পে মধ্যবিত্ত জীবন।

৫ম অধ্যায়ে আলোচিত করা হয়েছে প্রেমেন্দ্র মিত্রের পরবর্তী গল্পকারদের মধ্যে মধ্যবিত্ত জীবন কীভাবে ফুটে উঠেছে।

ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ

বিষয় :— শরৎচন্দ্রের নির্বাচিত উপন্যাসে সমাজচেতনা

নাম :- ঐপ্সিতা নাথ

শ্রেণী :- স্নাতকোত্তর দ্বিতীয় ষন্মাস

পত্র : ২০৫

রেজি নং : 1500132 সাল 2017-2018

রোল : PG/VUJGG21/BNG-IIS

নং : 010

শিক্ষাবর্ষ : 2021

তত্ত্বাবধায়কের নাম :- ডঃ বৈশাখী কুন্ডু

# ভূমিকা

বাংলা সাহিত্যের বয়স হাজার বছর হলেও বাংলা উপন্যাস সেই তুলনায় অপ্রাচীন। উপন্যাস হল জীবনের দর্পন। শুধু উপন্যাস কেন যে কোন সাহিত্যই জীবনকে প্রতিবিম্বিত করে। কিন্তু উপন্যাসের গুরুত্ব এই যে, যে জীবন আমরা যাপন করি এবং যে জীবনের স্বপ্নে আমরা সর্বক্ষন বুঁদ হয়ে থাকি তাদের মধ্যে এক সংযোগ রচনার প্রয়াস করে উপন্যাস। অর্থাৎ আমাদের বাস্তব জীবন শুধু চিত্রিত হয় না উপন্যাসে, বাস্তব জীবনের পাশাপাশি ধরতে না পারা পলায়ন মুখী যে জীবনের বিস্তার — উপন্যাস সেই জীবনকেই ধরার চেষ্টা করে হয়ে ওঠে সেই জীবনেরই শিল্পিত রূপ। আমি শরৎচন্দ্রকে নিয়ে পড়াশুনা করতে গিয়ে দেখলাম যে, শরৎচন্দ্র তাঁর সমকালে সামাজিক সমস্যাগুলিকে খুব কাছাকাছি উপলব্ধি করেছিলেন। যার প্রতিফলন তাঁর উপন্যাসগুলিতে দেখতে পাই। শরৎচন্দ্র সমাজ ও সামাজিক মানুষের জীবনের সমস্যার কথা তাঁর অনেক উপন্যাসে

তুলে ধরেছেন। এবং এই সমাজ ও সামাজিক জীবনের সমস্যার কথা আমি আমার গবেষনা পত্রের মধ্যে উপস্থাপন করতে চাইছি এবং এই হিসেবে আমি আমার গবেষনা পত্রকে পাঁচটি অধ্যায়ে ভাগ করেছি। আমার প্রথম অধ্যায়ের নাম করন হচ্ছে – শরৎচন্দ্রের পূর্ববর্তী ও সমসাময়ীক উপন্যাসে সমাজ চেতনা :- সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের পূর্ব সূরী বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ। যুগ ও কাল সীমার মধ্যে বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এদের সাহিত্য সৃষ্টি। পূর্ববর্তী যুগের প্রভাবকে অস্বিকার করে নয়, তাকে আত্মস্থ করে চির পুরাতনকে নবচেতনায় উজ্জীবিত করার দক্ষ কারি-গর এঁরা। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' ও 'নৌকাডুবি' উপন্যাসে আমরা সমাজ ভাবনার পরিচয় পাই।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পল্লীসমাজ উপন্যাসে সমাজ চেতনা :– এর বিষয় হল পল্লী সমাজের বাস্তব চিত্র। সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর সমকালীন পল্লী জীবনের সামাজিক

চিত্র ও ভাবী সমাজ তান্ত্রিক সমাজের পূর্বাভাস এবং রমা রমেশের হৃদয়ের দ্বন্দ্ব এই উপন্যাসের মুখ্য বিষয়।

## তৃতীয় অধ্যায়:

অরক্ষনীয়া উপন্যাসে সমাজ ভাবনা:- এই উপন্যাসে বিবাহ বাজারে মূল্যহীন ভাগ্য বিড়ম্বিত নারীর বর্ণনা করা হয়েছে। এই নারীর প্রতি নিষ্ঠুর হৃদয়হীন সমাজের মানুষের নৃশংসতা দেখা যায়। জীর্ণ ও ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু সমাজের বিভৎস চিত্র এই উপন্যাসে দেখতে পাই।

## চতুর্থ অধ্যায়:

বামুনের মেয়ে উপন্যাসে সমাজ তত্ত্ব:- এই উপন্যাসে সমাজ সমস্যার তীব্রতার ও সমাজ শাসকদের নির্ষ্ঠুরতা কঠিন ও ভয়াবহ আকারে দেখা যায়। এখানে শরৎচন্দ্র স্পষ্ট ও কঠোর ভাষায় দেখিয়েছেন, সমাজে মানুষ মানুষকে কতখানি ঘৃনা করে, নিরীহ ও দুর্বল লোকেদের উপর সমাজের বর্ণ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মনের অত্যাচার

কত নিষ্ঠুর।

পঞ্চম অধ্যায় ঃ

দেনাপাওনা উপন্যাসে সমাজ চেতনা :- এই উপন্যাসে জমিদারের সঙ্গে প্রজাদের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের চিত্র এবং দরিদ্র প্রজাদের বৈপ্লবিক সংঘ শক্তির রূপ ফুটে উঠেছে।

এইভাবে আমি আমার গবেষণা পত্রটিকে একটি রূপ দেওয়ার চেষ্টা করলাম।

o———o

# সূচিপত্র

## আশাপূর্ণা দেবীর ছোটোগল্পের নারী চরিত্রের নানা দিক :-


| | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ভূমিকা | | ৪ |
| প্রথম অধ্যায় :- | প্রাক্ আশাপূর্ণা দেবীর বাংলা সাহিত্যে নারীর প্রতিষ্ঠা বা নারী চরিত্রের নির্মান। | ৭ |
| দ্বিতীয় অধ্যায় :- | আশাপূর্ণা দেবীর ছোটোগল্পে নারী ব্যক্তিত্ব বা নারীর স্বাধিকার। | ১৩ |
| তৃতীয় অধ্যায় :- | আশাপূর্ণা দেবীর ছোটোগল্পে নারী মনস্তত্ত্ব। | ২২ |
| চতুর্থ অধ্যায় :- | আশাপূর্ণা দেবীর ছোটোগল্পে নারীর জীবন-দৃষ্টি। | ২৮ |
| পঞ্চম অধ্যায় :- | আশাপূর্ণা দেবীর গল্পে নারী চরিত্র নির্মানের নিজস্বতা। | ৩৬ |
| উপসংহার | | ৪৭ |
| গ্রন্থপঞ্জি | | ৫০ |

# ভূমিকা

বাঙালি কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে আশাপূর্ণা দেবী নিঃসন্দেহে প্রথম সারির অধিকারী। প্রায় কিশোর বয়স থেকে আরম্ভ করে দীর্ঘ জীবনভর তিনি অবিরাম লিখে গেছেন। সেই সব গল্প, উপন্যাস পাঠক হলে যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছে। লেখাগুলি যে শুধুই জনপ্রিয় বলেই স্মরণীয় তা নয়; এদের গুনমানও উঁচুদরের। অন্তঃপুরের অন্তরালে বাস করেও বিদগ্ধ মহলের স্বীকৃতি তিনি আদায় করে নিয়েছিলেন। তাঁর পাওয়া সাহিত্য পুরস্কার এরই প্রমাণ দেয়। নানা ভাষায় তাঁর বই অনূদিত হয়েছে এবং তার প্রভাব যে দেশের সীমা ছাড়িয়ে বিদেশেও পৌঁছেছিল তার প্রমাণ পাই বিদেশিনী বঙ্গতনয়া ঝুম্পা লাহিড়ির কথায়। ঝুম্পা বলেছিলেন তাঁর সাহিত্য সাধনার অনুপ্রেরণা অনেকটাই এসেছিল আশাপূর্ণা দেবীর বই পড়ে।

এইরকম একজন লেখককে নিয়ে যতখানি চর্চা হওয়ার কথা তা কিন্তু হয় নি। সম্প্রতি তাঁর শতবর্ষ পার হল, সে উপলক্ষ্যেও মিত্র ও ঘোষ একটি শতবার্ষিক সংকলন প্রকাশ করেছে।

আশাপূর্ণা দেবী রচিত ছোটোগল্পগুলি হল 'আত্মহত্যা', 'অনুপমার ঘর', 'উর্ননাভ' (১৩৫২ বঙ্গাব্দ), 'আদিম' (১৩৫৪ বঙ্গাব্দ), 'পদ্মলতার স্বপ্ন', 'ছিন্নমস্তা', 'কাঠামো' (১৩৫৩

বঙ্গাব্দ), 'নবাগতা' (১৩৫৪ বঙ্গাব্দ), 'বয়ঃসন্ধি' (১৩৬৩ বঙ্গাব্দ), 'অবিনশ্বর' প্রভৃতি। বাংলা সাহিত্যে আশাপূর্ণা দেবীর পূর্বে এবং সমকালেও কেউ কেউ ছোটোগল্পে নারী চরিত্র রচনা করলেও আশাপূর্ণা দেবী রচিত গল্পগুলি স্বাতন্ত্র চিহ্নিত।

ছোটোগল্প সব লেখকেরই প্রিয় বিষয় কি বিদেশে কি দেশে। লেখিকাকে অনুসরণ করে সে কথা হল —

> "ছোটোগল্পই আমার ভালোবাসার জন। একটি ছোটোগল্প লিখতে পেরে যে আনন্দ, একখানি বৃহৎ উপন্যাস সমাপ্ত করে ফেলেও তেমন নয়। বৃহতে যদি নির্মানের সাফল্য তো ছোটোটিতে 'সৃষ্টির' আনন্দ।"[৩]

ঝাড়গ্রাম ❀ রাজ ❀ কলেজ

নাম — মল্লিকা পাত্র

ক্রমিক সংখ্যা : PG/VUJGG21/BNG-IIS-015

রেজিস্ট্রেশান নম্বর : 1460188 of 2017-2018

বিষয় : বাংলা উপন্যাসে পঞ্চাশের মন্বন্তর।

শ্রেণী : স্নাতকোত্তর

পত্র : 205

ড. অদিতি বেরা

তত্ত্বাবধায়কের নাম

## ঃ ভূমিকা ঃ

বয়োজ্যেষ্ঠ কিছু লোকের মুখে তাদের জীবনের কথা শুনতে গিয়ে জানলাম পঞ্চাশের মন্বন্তরের কথা। মন্বন্তরের সমস্ত উপন্যাসে যেন এক করুণ রসের ছড়াছড়ি, পড়ে বিমর্ষ হয়ে যায় মন। উপন্যাসের প্লট চরিত্রকে চোখে চোখে ভেসে উঠতো বাস্তবতা, যেন চোখের সামনে দেখেছি ১৯৪৩–৪৪ এর সেই ভয়াবহ দুর্যোগ। এই উপলব্ধিগুলোর হচ্ছে যে শিল্পীদের অবদানে তাঁদের শৈল্পিক দৃষ্টির এবং বাস্তবতার তুলনা করার আগ্রহ জাগে মনে।

কাজে হাত দেওয়া হলো 'বাংলা উপন্যাসে পঞ্চাশের মন্বন্তর' শিরোনামে গবেষণা পত্রে। কাজ করতে গিয়ে দেখলাম উপন্যাস নয়, বাস্তব বিষয়ই বড়ো, আমাদের কাছে নয়, যে শিল্পীদের কাছে যাঁরা মন্বন্তর নিয়ে তাঁদের ছোটোগল্প, উপন্যাস সৃষ্টি করেছেন। অতএব তাঁদের শিল্পকেও বিশ্লেষণ করতে হবে তাঁদের দৃষ্টিতে, যেখানে শিল্প সার্থকতা বড়ো নয়, বাস্তবকে সবচেয়ে বেশি স্পর্শ করাটাই বড়ো। কেন এতগুলি মানুষের মরণ? কিভাবে তা ঘটেছিল? কারা ঘটিয়েছিল? শাসকদের, ব্যবসায়ীদের, শিল্পীদের, রাজনীতিবিদদের ভূমিকা তখন কি ছিল? সমাজের কি পরিবর্তন ঘটল? কোনো মহাকাব্যের মতো পরিকল্পিত চরিত্র সৃষ্টি, বীরত্বগাথা বা মহাকাহিনী সৃষ্টি তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল না। ফলে উপন্যাসে ধরা দিল সাধারন অসহায় গরিব মানুষ ও তাদের জীবনের কাহিনী যারা সমাজের সাধারন অবহেলিত শ্রেণী, সে সব হাভাতেদের হত্যার পদ্ধতি, প্রস্তুতি এবং রূপায়ন। এর সাথে কোন কোন উপন্যাসে এসেছে সে কলঙ্কময় ঘটনা, সংশ্লিষ্ট চরিত্র.

এবং ঘটনার নায়করা। অতএব শিল্পীদের অনুকরণে তৈরী করা হল এ গবেষণা পত্রের অধ্যায় এবং আনিসাঙ্গিক সু বিষয়। পঞ্চাশের মন্বন্তর নিয়ে পাঁচিশ/ত্রিশ জন শিল্পীর শতাধিক গল্প রয়েছে। সাহিত্যের অনেক শাখা প্রশাখার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গবেষণা হলেও সাহিত্যের গবেষণা শাখায় পঞ্চাশের মন্বন্তর স্থান পায়নি। আমাদের গবেষণার ক্ষেত্র বাংলা উপন্যাসে মন্বন্তরের ইতিহাস, মন্বন্তরের কারন, পরিনাম এবং এ প্রসঙ্গে রচিত উপন্যাস। আমরা একটি আবিষ্কারে পৌঁছেছি। আবিষ্কারটি হচ্ছে, উপন্যাসগুলির নান্দনিক সাফল্য ব্যর্থতা নয়, একটি বিক্ষোভকালের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতাকে ঔপন্যাসিকেরা — সমাজের বিবেক হিসাবে কিভাবে উপস্থাপিত করেছেন। এর পাশাপাশি লক্ষ করেন ঔপন্যাসিকদের দৃষ্টিতে এ মন্বন্তরের যে কারন সমূহ সাময়িক কালের রচিত উপন্যাসে পাওয়া যায় — পরে অনুসন্ধানী গবেষকদের সাথে তার অদ্ভুত মিল। এ আবিষ্কার আমাদেরকে বিস্মিত করে।

—

# ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ

(বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত)

বিষয়:- সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা:-
রাজনৈতিক চেতনা সমৃদ্ধ একদলিল

নাম:- মানসী বেরা
ক্লাস:- স্নাতকোত্তর দ্বিতীয় সেমিস্টার
পত্র:- 205
রেজি নং:- 1500157 সাল:- 2017-2018
রোল:- PG/VUJGG21/BNG-IIS
নং :- 016
শিক্ষাবর্ষ:- 2020-2021
তত্ত্বাবধায়কের নাম: ড. অদিতি বেরা

# ভূমিকা

বাংলা সাহিত্যে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়, তাকে নিয়ে যেমন সৃষ্টি হয়েছে বির্তক, তেমনি তিনি বাংলা সাহিত্যে নব নব আঙ্গিকের ও সূচনা করেছেন। এই মানব দরদী কবির জীবনের রাজনৈতিক জটিলতা ও সাহিত্য সাধনার প্রেরনা আমরা এখানে আলোচনা করবো, তাঁর রাজনীতিতে বাঁকবদল ঘটেছে বারে বারে, এই বাঁক পরিবর্তনের কারনগুলির অনুসন্ধান আমরা করবো।

তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের সাথে সাথে পেয়েছিলেন প্রভূত জনপ্রিয়তা এবং তার কাব্য প্রতিভার দ্বারা তিনি আজও সেই জনপ্রিয়তার উচ্চ শিখরে অধিষ্ঠান করে আছেন। তাঁর দীর্ঘ জীবনের এই দিকগুলি উন্মোচনে আমরা প্রয়াসি হয়েছি।

# ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ

(বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত)

## বিষয় :- মহাশ্বেতা দেবীর নির্বাচিত ছোটগল্পে সমাজ সচেতনতা

নাম - মুনমুন সেনাপতি
ক্লাস - স্নাতকোত্তর দ্বিতীয় সেমেস্টার
পত্র - 205
রেজিঃ নং - 1120036 সাল:- 2017 - 2018
রোল - PG/VUJGG21/BNG-IIS
নং - 014

শিক্ষাবর্ষ:- 2020 - 2021

তত্ত্বাবধায়কের নাম - ড. অদিতি বেরা

# ভূমিকা

বাংলা ছোট গল্প সাহিত্যে স্বতন্ত্র এক ব্যক্তিত্ব মহাশ্বেতা দেবী। তিনি পারিবারিক ও সামাজিক গন্ডি অতিক্রম করে, বিষয় বস্তু নির্বাচনে বৈচিত্র্য এনেছেন। মহাশ্বেতা দেবীর ছোট গল্পে সমাজ সচেতনতা ফুটে উঠেছে গভীর ভাবে। ভারতবর্ষে স্বাধীনতা আন্দোলন এবং স্বাধীনতালাভে সমাজের মানুষ নানা ভাবে নিপীড়িত ও শোষিত হয়েছেন। এ সমস্ত কিছু থেকে নারীরাও বাদ পড়েননি।

বাংলা ছোট গল্পের ক্ষেত্রে দেখি ছোট গল্পের জন্ম-লগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেক গল্পকারের গল্পেই সমাজ সচেতনতার দিকটি ফুটে উঠেছে। বাংলা ছোট গল্পের সার্থক স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, দেবেশ রায়, সমরেশ বসু, আশাপূর্ণা দেবী, প্রভৃতি ছোট গল্প-কারের গল্পে সমাজ অন্তবাসী মানুষদের কথা ফুটে উঠেছে। তবে ১৯৭০-৮০ র দশকের কালপর্বে বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব হলেন মহাশ্বেতা দেবী। মহাশ্বেতা দেবীর গল্পে বর্ণ সমস্যা, সর্বহারা গরীব মানুষের সমস্যা, আদিবাসীদের দুঃখ কষ্ট, নিম্নবর্গীয় মানুষদের জীবনে সুখ-দুঃখ, লড়াই সংগ্রাম, নারীদের দুঃখ যন্ত্রনা গভীর ভাবে ফুটে উঠেছে। সমাজ নিয়ে সচেতন এই শিল্পী মেদিনীপুর ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের আদিবাসী মানুষদের প্রতি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। মহাশ্বেতা দেবী তাদেরকে নিয়ে অনেক কাজও করেছেন। তৎকালীন সমাজে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মেয়েরা মহাজনদের কর্তৃক নানাভাবে শোষিত হত।

গল্পকার মহাশ্বেতা দেবী বললেই আমাদের মনে এক সংগ্রামী, সমাজের নিম্নবর্গীয় মানুষদের প্রতি সচেতন, নারীদের সংগ্রাম নিয়ে চিন্তাশীল একজন কথাসাহিত্যিক। আসলে একজন সমাজ তাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে সমাজকে দেখেছেন তিনি। সমাজের নানা অসঙ্গতির কারন অনুসন্ধান করেছেন। দেখেছেন স্বাধীনতার পূর্বে যেখানে শোষক ছিল ইংরেজ, স্বাধীনতা পরবর্তীকালে সেই জায়গা নিয়েছে দেশীয় শোষক শ্রেনি। তার রচনাতে আছে শোষক শ্রেনির কথা, শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতদের বিদ্রোহের কথা, বন্যা অতিমারির কারনে সমাজে না খেতে পাওয়া মানুষদের কথা, নারীদের স্বাস্থ্য নিয়ে অবহেলা, নারীদের সম্মান বাঁচানোর লড়াইয়ের কথা।

আমার গবেষনার বিষয় "মহাশ্বেতা দেবীর নির্বাচিত ছোট গল্পে সমাজ সচেতনতা"। সমাজ সচেতনতা বলতে সাধারনত বোঝায় সমাজের নিম্নবর্গীয় মানুষদের প্রতি সচেতনতা, নারীদের প্রতি সচেতনতা, শাষক শ্রেনির অত্যাচার প্রভৃতি। বিংশ শতাব্দীর বাংলা কথা সাহিত্যের ধারায় সমাজের প্রতি সচেতনতা ফুটে উঠেছে। এই অর্থে সামাজিক পটভূমিতে মহাশ্বেতা দেবীর সমাজ সচেতনতার দিকটি আমরা অনুসন্ধান করবো।

# ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ

## নাম- হৈমন্তী মাহাত

ক্রমিক- PG/VUJGG21/BNG-115 নং-009

রেজিস্ট্রেশন নং- 1560132 of 2017-2018

যোগেন চন্দ-এর গল্পে শ্রমজীবী মানুষ

বিষয়- বাংলা

শ্রেণী- PG 2nd Semester

বৈশাখী কুন্ডু-
তত্ত্বাবধায়কের নাম

## ভূমিকা :

ঢাকা জেলার এক মধ্যবিত্ত পরিবারে ১৯২০ সালে ২৪ মে সোমেন চন্দ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের পারিবারিক অবস্থা ভালো ছিল না। ম্যাট্রিক পাশ করার পর তিনি ডাক্তারী পড়তে শুরু করেন। এবং দারিদ্র্যের তাড়নায় তাঁকে ডাক্তারী পড়া ছেড়ে দিতে হয়েছিল। ১৯৪২ সালের ৮ মার্চ ফ্যাসিবিরোধী সম্মেলনে যোগদানের জন্যে রেল শ্রমিকদের একটি শোভাযাত্রা পরিচালনা কালে রাজনৈতিক বিরোধীদের হাতে নিহত হন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ২২ বছর। এ পর্যন্ত সোমেন চন্দের ২৪টি গল্প, একটি উপন্যাস, দুটি একাঙ্কিকা, তিনটি কবিতা পাওয়া গেছে।

ঢাকায় সোমেন চন্দের সাথে প্রথমে আদর্শিক ঘনিষ্ঠতায় একাত্ম হন আন্দামান ফেরত বিপ্লবী সতীশ পাকড়াশীর সাথে। ঢাকার 'মেশানি' এলাকায় 'কমিউনিস্ট পাঠচক্র' নামে একটি গোপন পাঠচক্র গড়ে ওঠে। এর মূল হোতা ছিলেন সতীশ পাকড়াশী, জ্ঞান চক্রবর্তী প্রমুখ। 'কমিউনিস্ট পাঠচক্রের প্রতিষ্ঠাতাদের প্রকাশ্য শাখা ছিল প্রগতি পাঠাগার। এই পাঠাগারে সোমেন চন্দ নিয়মিত পাঠাভ্যাস করতেন, এবং প্রতিষ্ঠাতাদের সাথে আলাপ আলোচনায় মুগ্ধ হয়ে রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হন। আর এ সময় সবচেয়ে ঘনিষ্ঠতায় সম্পৃক্ত হন সতীশ পাকড়াশীর সাথে। সতীশ পাকড়াশী সোমেন চন্দকে বলেন, —

"সাহিত্য রচনার পথেও বিপ্লবের কাজ হয়। তুমি দেশের দারিদ্র্য পীড়িত দুঃখী জনগণের আশা উদ্যম-হীন জীবনের কথা দিয়ে জীবনজ্ঞান সাহিত্য তৈরি কর — তাহলে তোমার সৃষ্টিগত স্বাভাবিক কর্মপথেই তুমি ভবিষ্যৎ গণবিপ্লবের পথ প্রস্তুতের সহায়ক হতে পার।" ১

বিপন্ন সময়ের আবর্তে নির্যাতিত, অসহায় মানুষের ক্ষোভ, বিদ্রোহ এবং ব্যঙ্গ সোমেন চন্দের সমাজচেতন গল্পগুলিতে আত্মপ্রকাশ করেছে। সোমেন চন্দই বাংলা সাহিত্যের সেই প্রথম লেখক যিনি নিজের নির্দিষ্ট আদর্শরক্ষার অপরাধে খুন হয়েছিলেন। অসাধারণ স্টোরি টেলিং এর ক্ষমতা, নিম্ন মধ্যবিত্ত জীবনে মাইক্রোস্কোপিক পর্যবেক্ষন, রাজনৈতিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর গল্প নির্মান কৌশলের অভিজ্ঞান।

সোমেন চন্দের গল্পে রাজনীতি আছে - কিন্তু তা কখনোই শ্লোগান হয়ে ওঠে নি। বক্তৃতা বা নীতিকথা কিংবা উপদেশও নয়। ১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রতিরোধ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত হয় 'সংকেত ও অন্যান্য' গল্প। ১৩৫১ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে মডার্ন পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত হয় গল্পগুচ্ছ 'বনস্পতি', এছাড়াও তাঁর আরও কয়েকটি গল্প রয়েছে। সোমেন চন্দের রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে সাহিত্যিক জীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। তিনি রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে গল্পগুলিতে জনচেতনা ও অস্তিত্বের সংগ্রামের কথা বলেছেন। তাঁর গল্পের মৌলিক আবেদন ছিল জন-সচেতনতা।

সোমেন চন্দের সাহিত্য ছিল কৃষক, শ্রমিক মেহনতি মানুষকে ঘিরে। কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি মানুষদের উপর সাম্রাজ্যবাদ, বুর্জোয়া, পুঁজিবাদ ও ফ্যাসিবাদের জুলুম, অত্যাচার, শোষন, নির্যাতন তাঁকে কষ্ট দেয়। শৌখিন সাহিত্যের বিপরীতে জনমানুষের ও মার্কসবাদী সাহিত্যের চেতনা তিনি হৃদয়ে ধারন করে তাঁর সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। জনমানুষের মুক্তির লক্ষ্যে সাহিত্যের পাশাপাশি কৃষক শ্রমিকের কাঁধে কাঁধ রেখে রাজপথে নেতৃত্ব দেন জন আন্দোলনের।

বিপ্লবী সাহিত্যের কথা সোমেন চন্দ শুধু নিজেই ভাবতেন না, বন্ধুদেরও এ বিষয়ে সচেতন করে দিতেন। অমৃত কুমার দত্তকে লেখা এক চিঠিতে আমরা জানতে পারি, ———

"... লিখতে হবে মেহনতী মানুষের জন্যে সর্বহারা মানুষের জন্যে আমাদের লিখতে হবে, র‍্যালফ ফক্সের বই পড়ে আমি অন্তরে অনুপ্রেরণা পাচ্ছি। কডওয়েলের বইটিও আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। এরা না হলে কি মহৎ সাহিত্য পাওয়া যায়? স্পেনের পপুলার ফ্রন্ট সরকারের সমর্থনে তাঁদের আত্মবিসর্জন ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। আমার কথা— সাহিত্যে তরুণ লেখকরা এদিকে সচেতন হচ্ছেন, ... বিপ্লবের জন্যে একজন তরুণ লেখক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। আমাদের সেভাবে প্রস্তুত হতে হবে, গোর্কির কথাই চিন্তা করো। সৌখিন সাহিত্য করার আর সময় নেই।"[2]

সোমেন চন্দ ছিলেন জীবনশিল্পী। শুধু কল্পনা করে বা দূর থেকে দূরবীন দিয়ে যে লেখা তা পরীর গল্প হয়, প্রকৃত সাহিত্য হয় না। সোমেন চন্দের গল্প তাঁর জীবন থেকে নেওয়া, কমিউনিস্ট পার্টি ও রেলশ্রমিক ইউনিয়ন করে এবং কৃষক, শ্রমিক, মেহনতী মানুষ ও বস্তিবাসীর সাথে একাত্ম হয়েছেন। তাদের সাথে মিশেছেন আত্মীয় হয়ে এবং বাস্তবতা থেকেই নিয়েছেন গল্পের প্লট ও চরিত্র।

আমাদের দেশে যাঁরা সাহিত্যচর্চা করেন তাদের সামনে বিদেশী তথা ভিন্ন ভাষার বড়ো বড়ো লেখকদের একটা মডেল থাকে, আর এ মডেলের বৃত্তেই তাঁরা আবর্তিত হয়। এ মডেলের বলয় থেকে বিস্ময়কর প্রতিভা ও মৌলিকত্ব নিয়ে বিস্ময়কর ভাবে দুজনে বিযুক্ত ছিলেন। এর মধ্যে একজন হলেন সোমেন চন্দ। এজন্যেই আমরা বলতে পারি, ———

# ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ
## বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

স্নাতকোত্তর দ্বিতীয় পাঠ পর্যায়ের
প্রকল্প পত্র

বিষয়- বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায় এর নির্বাচিত ছোটগল্পের গ্রাম্য মানুষের সরল দারিদ্র জীবন ও প্রকৃতি প্রেম

নাম - মৌসুমী মুর্মু

ক্রমিক-PG/VUGEG21/BNG-IIS
সংখ্যা- 017
নিবন্ধীকরন সংখ্যা- 1500173; 2017-2018
তত্ত্বাবধায়ক - ড: অদিতি বেরা

বাংলা বিভাগ
2021

# ভূমিকা

বাংলা গদ্য সাহিত্যে একজন উজ্জ্বল নক্ষত্রের নাম বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়। বাংলাসাহিত্যে মৌলিক রচনা হিসেবে বিবেচ্য তাঁর লেখায় ভাষার মাধুর্য, চরিত্রের সাবলীল উপস্থাপন ও ব্যাপকতার ভেতর দিয়ে গ্রামীন সৌন্দর্য এবং মানুষের জীবন সত্তার এক অদ্ভুত বাস্তবতা দেখা যায়। বিভূতিভূষনের অধিকাংশ উপন্যাস ও ছোটগল্পের অবলম্বন কি? মানুষের প্রাত্যহিক জীবন। মানুষের সাথে সাথে প্রকৃতিকে ও তাঁর সাহিত্যে সমান স্থান দিয়েছেন। মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে ছোটখাটো সুখ-দুঃখের যে লীলাচাঞ্চল্য আছে, সুখের ভিতর যে দুঃখের আভাস আছে, দুঃখের মধ্যেও যে আনন্দের ইঙ্গিত আছে, বিভূতিভূষন সাহিত্য রচনার জন্য সেগুলিকেই আশ্রয় করেছেন। সাহিত্যে প্রকৃতির দুটি রূপ দেখা যায়, একটি মানুষের প্রতিকূল ও প্রতিস্পর্ধী, যে মানববিচ্ছিন্ন, স্বতন্ত্র আপন নিয়মে ও আপন প্রানশক্তিতে পূর্ন ও চালিত, আর একটি মানুষের অনুকূল ও সর্বদা মানুষের কাছে ধরা দিতে প্রস্তুত, সেই শ্যনে শ্যনে মানবসমাজের সঙ্গে মিশে গিয়ে মানুষকে বিচিত্রতর ও সুন্দরতর করে তুলেছে।

গ্রামীন আর্থিক মানুষের দরিদ্র জীবনযাপন ও প্রকৃতির নিগূঢ় সৌন্দর্য তুলে ধরেছেন তাঁর কাব্যে। মানবপ্রকৃতির দুর্দম বৃত্তিগুলিকে যেমন আঁকেন নি, তিনি প্রাত্যহিক ক্ষুদ্র রূপটাকেই তিনি এঁকেছেন। তেমনি প্রকৃতির সম্বন্ধেও তিনিএইনিয়ম অনুসরন করেছেন। পল্লী-প্রকৃতির মানুষগুলি কীভাবে দিনযাপন করে প্রকৃতিকে সঙ্গে নিয়ে সেটাই সেইরূপগুলি তুলে ধরা হল, এক দিকে দরিদ্র মানুষ অন্যদিকে প্রকৃতি দুটো মিলে বিভূতিভূষনকে পাওয়া যায়।

# বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

## ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ

বিভাগ: বাংলা স্নাতকোত্তর 2য় ষণ্মাস

বিষয়: গবেষণামূলক প্রকল্প পত্র

বর্ষ: ২০২১

পত্র সংখ্যা: ২০৫

শিরোনাম: মহাশ্বেতা দেবীর কয়েকটি ছোটগল্পে আদিবাসীদের জীবনচিত্র

শিক্ষিকা: ড: সোমা রায়

গবেষক: সুনিতা মুদি

নিবন্ধীকরণ সংখ্যা: ১৩৯০৯৯৪

বর্ষ: ২০১৭-২০১৮

ক্রমিক: PG/VUJGG21/BNG-IIS

সংখ্যা: ০২৯

# ভূমিকা

আজকের দিনে বাংলা সাহিত্যে ও পাঠক সমাজের কাছে মহাশ্বেতা দেবী সু-পরিচিত. তাঁর সময় কালে তিনি ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের লেখা আমাদের উপহার দিয়েছেন. তাঁর লেখার মধ্যে তিনি বৈচিত্র এনেছেন. পারিবারিক জীবনের বাইরে রাজনৈতিক সংকট এবং ইতিহাস তাঁর লেখায় তিনি উপাদান হিসাবে ব্যবহার করেছেন তাঁর লেখা পড়লেই তা স্পষ্ট বোঝা যায়.

মহাশ্বেতা দেবীর লেখায় আদিবাসী মানুষ যারা সমাজের মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন সমাজ ও সংস্কার তথা ইতিহাসের কালের নির্বাসিত আদিবাসীদের জীবন এবং তাদের লোকবিশ্বাসের শিকড়টান এবং বিশেষ-ভাবে চিহ্নিত করেছে. তাই নিজের লেখার মধ্যে আদিবাসী সমাজ বা অন্ত্যবাসী সমাজকে তিনি চিত্রিত করতে বেশি আগ্রহী হয়েছেন. এবং তাদের জীবনতথ্য ও ইতিহাসের সন্ধানে তিনি যতই তাদের কাছে গেছেন ততই তাদের জীবন-জীবিকা-অধিকার আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে গেছেন, এবং তাঁর জীবনের সমস্ত সুখ-দুঃখ তিনি তাদের সমুখ ভাগ করে নিয়েছেন. তাঁর সৃষ্টির –

6 / 44 1:03 48%

বান, বিছন, দ্রৌপদী, বাঁয়েন, বেহুলা, শিকার, ধৌলি, নামক ছোটগল্পগুলি এছাড়াও তরাস, সম্রাজবাদ বনুয়া ইত্যাদি ছোটগল্পের মধ্যে যে আদিবাসী মানুষদের জীবনচিত্রের ব্যাখ্যা ও বর্ণনা পাই এই জীবনচিত্রের প্রতি আমাদের আগ্রহ জন্মে, তাইআমরা গবেষণার জন্য বিষয় হিসাবে গ্রহন করি, এবং এটাই হল আমাদের আলোচ্য বিষয়,

আমাদের আলোচ্য গবেষণা পত্রের প্রথম অধ্যায় রয়েছে মহাশ্বেতা দেবীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও তাঁর সাহিত্য কীর্তি, দ্বিতীয় অধ্যায়ে রয়েছে ভারতের আদিবাসীদের পরিচয় ও তাদের জীবন উল্লেখ, তৃতীয় অধ্যায়ে মহাশ্বেতা দেবীর পূর্বাপর সাহিত্যিকদের লেখায় আদিবাসী জীবনচিত্রের অবস্থান, চতুর্থ অধ্যায় রয়েছে মহাশ্বেতা দেবীর কয়েকটি ছোটগল্পে আলোচিত আদিবাসীদের জীবনচিত্র, এবং পঞ্চম অধ্যায়ে রয়েছে আলোচিত গল্পে আদিবাসী জীবনচিত্রের বৈশিষ্ট্য, তাছাড়া উপসংহার অংশে আমরা গবেষণা পত্রের মূল সিদ্ধান্তে উপনিত হয়েছি,

পরিশেষে বলা যায় মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্পে আদিবাসীদের জীবনচিত্র পর্যালোচনা করাই আমাদের গবেষণার মূল বিষয়,

সুমিত্র মুদি,

ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ
বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ,

# বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

## ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

গবেষক: নিবেদিতা মাহাত

নিবন্ধীকরণ সংখ্যা - ১৫৮০১৭২
বর্ষ - ২০১৭ - ২০১৮
ক্রমিক - PG/VU JGG21/BNG-IIS
সংখ্যা - ০১৭
শিক্ষাবর্ষ - ২০২১ - ২০২২

বিষয় - উনিশ শতকের বাংলা নাটকে বৈধব্যসমস্যা ও বিধবা চরিত্র

শ্রেণী - স্নাতকোত্তর দ্বিতীয় পাঠ পর্যায়

পত্র - ২০৫

তত্ত্বাবধায়ক - ড: অদিতি বেরা

# ভূমিকা

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভাবে বাঙালী সমাজে যে নতুন নতুন চিন্তা চেতনার উদ্ভব ঘটতে থাকে তাকে বহুমুখী আন্দোলনে পরিণত করতে রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু প্রমুখরা উদ্যোগী হন, বিধবা জীবনের সমস্যায় লাঞ্ছিত নারীদের ইতস্ততঃ পরিচয় তখনকার সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলিতে ইতিঃততঃ ছড়িয়ে আছে,

তবে বিদ্যাসাগরই প্রথম সেই সংকট মোচনের জন্য পরিত্রাতার ভূমিকায় নামেন, এজন্য রক্ষণশীল সমাজের বাধা যেমন প্রতিপদে আসছিল; তেমনই তদানীন্তন ভারত সরকারের সাহায্য পাচ্ছিল, বিদ্যাসাগর বুঝেছিলেন - যে ভারতীয় শাস্ত্রের উপর নির্ভর করেই রক্ষণশীল হিন্দুদের যাবতীয় অনাচার ও কুসংস্কারকে আঘাত করতে হবে, সেজন্যই তিনি বিধবা বিবাহ সংক্রান্ত পুস্তক লিখেছেন; আবার বহু বিবাহ, বাল্য বিবাহ ও অসম বিবাহ জনিত কারণেই যে বাল্য বৈধব্যের সৃষ্টি তাও সত্যসার উল্লেখ করেছেন ও প্রবন্ধ লিখে দেখিয়েছেন, বিদ্যাসাগরের যাঁরা সহযোগী শক্তি হিসাবে এগিয়ে আসেন, তাদের প্রসঙ্গ এই গবেষণা নিবন্ধে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে স্থান পেয়েছে,